বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও সামাজিকীকরণ

Family Structure of Bangladesh and Socialization

ইউনিট ৬

ভূমিকা : সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পরিবার একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান। কারণ পৃথিবীর সর্বত্র পরিবার ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়। তবে বিভিন্ন সমাজে পরিবারের কাঠামোতে ভিন্নতা দেখা যায়। কোথাও একক পরিবার, কোথাও যৌথ পরিবার, কোথাও এক-বিবাহভিত্তিক পরিবার, কোথাও বহু-বিবাহভিত্তিক পরিবার, কোথাও নয়াবাস ভিত্তিক পরিবার, কোথাও মাতৃবাস আবার কোথাও পিতৃবাস ভিত্তিক পরিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। পরিবারকে যে কাঠামোতেই দেখা যাক না কেনো পরিবারের মৌলিক কার্যাবলির কোনো তারতম্য নেই। সন্তান জন্মদান, লালন-পালন, সন্তানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে। আর পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো একটি শিশুকে সামাজিক জীবে পরিণত করা। জন্মের সময় একটি শিশু কেবল মানব শিশুই থাকে কিন্তু বৃহৎ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে সামাজিক জীবে পরিণত হয়। ব্যক্তির সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৬.১: পরিবারের ধারণা ও ধরন
পাঠ-৬.২: বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো
পাঠ-৬.৩: সামাজিকীকরণের ধারণা ও এর বাহনসমূহ
পাঠ-৬.৪: সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবারের ভূমিকা

পাঠ-৬.১ পরিবারের ধারণা ও ধরন

Concept and Types of Family

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পরিবার সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- পরিবারের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পরিবার, ধরন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

পরিবারের ধারণা

পরিবার হলো সর্বজনীন মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান বিধায় পৃথিবীর সকল সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিবার ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো পরিবারের সদস্য। একজন মানুষ পরিবারেই জন্মগ্রহণ করে, বেড়ে উঠে, কর্মজীবন শেষ করে পরিবারে ফিরে আসে এবং এখানেই তার জীবনাবসান ঘটে।

ইংরেজি 'Family' শব্দের অর্থ হলো পরিবার। এটি ল্যাটিন শব্দ 'Familia' থেকে এসেছে। সাধারণ কথায় পরিবার হলো এমন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে স্বামী-স্ত্রী তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে একত্রে বসবাস করে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে পরিবারের সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিম্নে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীদের কয়েকটি সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো-

ক) সমাজবিজ্ঞানী নিমকফ এর মতে, পরিবার হচ্ছে মোটামুটিভাবে স্থায়ী এমন একটি সংঘ যেখানে সন্তানাদিসহ বা সন্তানবিহীনভাবে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করেন।

খ) সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, পরিবার হচ্ছে এমন একটি গোষ্ঠী যা সন্তান-সন্ততির জন্মদান ও লালন-পালনের একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান যাকে সুস্পষ্ট জৈবিক সম্পর্কের দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা যায়।

গ) সমাজবিজ্ঞানী এন্ডারসন ও পার্কার এর মতে, পরিবার হলো একটি সমাজ স্বীকৃত একক যার সদস্যরা রক্তের সম্পর্ক, বৈবাহিক বন্ধন ও আইনের সম্পর্কে সম্পর্কিত।

ঘ) আরনল্ড গ্রীণ বলেন, "পরিবার হচ্ছে জনসংখ্যা প্রতিস্থাপনের দায়িত্ব পালনকারী প্রাতিষ্ঠানিকতাসম্পন্ন একটি সামাজিক গোষ্ঠী।"

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে এ কথা বলা যায় যে, পরিবার হলো মোটামুটিভাবে স্থায়ী এমন একটি সংগঠন যার সদস্যরা রক্ত, বৈবাহিক বা আইনানুগ সম্পর্ক দ্বারা আবদ্ধ হয়ে সন্তান-সন্তনিসহ বা সন্তান-সন্তনি ছাড়া একত্রে বসবাস করে। এই সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন থাকে। পরিবারের সদস্য হিসেবে যথাযথ সামাজিক এবং পারিবারিক দায়-দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে।

পরিবারের ধরন

বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে পরিাবরের ধরন ঠিক করা হয়ে থাকে। যেমন- ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব, বসবাসের স্থান, সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার, কাঠামো বা আকার, স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা ইত্যাদি। নিম্নে আমরা পরিবারের ধরন সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

ক) বংশ পরিচয় এবং সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার: বংশ পরিচয় এবং সম্পত্তিতে অধিকারের ভিত্তিতে পরিবারকে পিতৃসূত্রীয় পরিবার এবং মাতৃসূত্রীয় পরিবার এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

যে পরিবার ব্যবস্থায় সন্তানগণ পিতার সম্পত্তি, বংশানুক্রম এবং পারিবারিক নাম ব্যবহার করে তাকে পিতৃসূত্রীয় পরিবার বলে। আর যে পরিবার ব্যবস্থায় সন্তানগণ মাতার সম্পত্তি, বংশানুক্রম এবং পারিবারিক নাম ব্যবহার করে তাকে মাতৃসূত্রীয় পরিবার বলে।

খ) বসবাসের স্থান: বিবাহের পরে বসবাসের স্থানের ভিত্তিতে পরিবারকে পিতৃবাস, মাতৃবাস এবং নয়াবাস-এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

বিবাহিত নব দম্পতি স্বামীর পিতার বাড়িতে বসবাস করলে তাকে পিতৃবাস পরিবার বলে। অপরপক্ষে, বিবাহিত নব দম্পতি স্ত্রীর মায়ের বাড়িতে বসবাস করলে তাকে মাতৃবাস পরিবার বলে। আর বিবাহিত নব দম্পতি সম্পূর্ণভাবে তাদের নতুন বাড়িতে বসবাস করলে তাকে নয়াবাস পরিবার বলে।

গ) ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের মাত্রা: ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের মাত্রার দিক থেকে পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-পিতৃতান্ত্রিক পরিবার এবং মাতৃতান্ত্রিক পরিবার।

কোনো পরিবারের ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব পুরুষের ওপর ন্যাস্ত থাকলে তাকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে। আর যে পরিবারের ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব নারীর ওপর ন্যাস্ত থাকে তাকে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে।

ঘ) স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা: স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবারকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হচ্ছে ক) এক-বিবাহভিত্তিক পরিবার, খ) বহুস্ত্রী-বিবাহভিত্তিক পরিবার, গ) বহুস্বামী-বিবাহভিত্তিক পরিবার এবং ঘ) দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার।

যে পরিবার একজন পুরুষ এবং একজন নারীর বিবাহের মাধ্যমে গঠিত হয় তাকে এক-বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। একজন পুরুষ এবং একাধিক নারীর বিবাহের ভিত্তিতে গঠিত পরিবারকে বহুস্ত্রী-বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। একজন মহিলার সঙ্গে একাধিক পুরুষের বিবাহের ভিত্তিতে পরিবার গঠিত হলে তাকে বহুস্বামী-বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। আর যদি একাধিক নারীর সাথে একাধিক পুরুষের বিবাহের ভিত্তিতে পরিবার গঠিত হয় তাকে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। উল্লেখ্য, শেষোক্ত দু'ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে।

ঙ) পরিবারের আকার বা কাঠামো: আকার বা কাঠামোর দিক থেকে পরিবারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: ক) অণু পরিবার, খ) যৌথ পরিবার এবং গ) বর্ধিত পরিবার।

স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের অবিবাহিত সন্তান নিয়ে গঠিত হয় তাকে অণু পরিবার বলে। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, ভ্রাতৃবধূ কিংবা পুত্রবধূ নিয়ে যে পরিবার গঠিত হয় তাকে যৌথ পরিবার বলে। একক পরিবার বর্ধিত হয়ে গঠিত হয় বর্ধিত পরিবার। এর সদস্য হলো দাদা-দাদি, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়েসহ তিন প্রজন্মের মানুষ।

চ) গোষ্ঠী-বিবাহ: গোষ্ঠী বিবাহের ভিত্তিতে দু'ধরনের পরিবার গঠিত হয়। ক) অন্তঃগোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবার এবং খ) বহিঃগোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবার।

কোনো ব্যক্তি যখন নিজ গোষ্ঠীর ভেতরে বিয়ের মাধ্যমে পরিবার গঠন করেন তখন তাকে অন্তঃগোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। অন্যদিকে, কোনো ব্যক্তি যখন নিজ গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ের মাধ্যমে পরিবার গঠন করেন তখন তাকে বহিঃগোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। বহিঃগোষ্ঠী বিবাহ আবার দু'প্রকার। ক) অনুলোম বিবাহ এবং খ) প্রতিলোম বিবাহ। উঁচু বর্ণের হিন্দু পাত্রের সঙ্গে নিচু বর্ণের হিন্দু পাত্রীর বিবাহ হলে তাকে অনুলোম বিবাহ বলে। আর নিচু বর্ণের হিন্দু পাত্রের সঙ্গে উঁচু বর্ণের হিন্দু পাত্রীর বিবাহকে প্রতিলোম বিবাহ বলে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	**পরিবারের ধরনগুলো চিহ্নিত করুন।**	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

পরিবার হলো মৌলিক সার্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পৃথিবীর সকল সমাজে পরিবার ব্যবস্থা রয়েছে। পরিবার হলো এমন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে স্বামী-স্ত্রী তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে একত্রে বসবাস করে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে পরিাবরের ধরন ঠিক করা হয়ে থাকে। যেমন- ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব, বসবাসের স্থান, সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার, কাঠামো বা আকার, স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পরিবার কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?

i. সামাজিক

ii. ধর্মীয়

iii. রাজনৈতিক

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। স্বামীর পিতার বাড়িতে বসবাস করলে তাকে কোন ধরনের পরিবার বলে?

i.পিতৃবাস

ii.মাতৃবাস

iii.নয়বাস

কোনটি সঠিক

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

পাঠ-৬.২ বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো
Family Structure of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের পরিবারের কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পিতৃপ্রধান, পিতৃবাস, নয়াবাস, একক বিবাহ ভিত্তিক, কাঠামো ইত্যাদি।

বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো

আধুনিক শিক্ষার প্রসার, নারী শিক্ষার অগ্রগতি, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার, ধর্ম, বসবাসের স্থান, অর্থনৈতিক শ্রেণি ও সামাজিক পদমর্যাদা ইত্যাদির উপর বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো নির্ভর করে থাকে। ক্রমাগত শিল্পায়ন এবং নগরায়নের ফলে বাংলাদেশের ঐতিহ্যগত পারিবারিক কাঠামোতে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসছে। এখনো বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষই গ্রামে বসবাস করে এবং কৃষিকাজের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে যার ফলে পরিবার কাঠামোতে শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় কম পরিবর্তন এসেছে। তারপরও শিল্পায়ন এবং নগরায়ন বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোতে প্রভাব ফেলেছে। নিম্নে বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোর স্বরূপ আলোচনা করা হলো-

১) পিতৃপ্রধান পরিবার

বাংলাদেশের পরিবার হলো প্রধানত পিতৃপ্রধান পরিবার। তবে আধুনিক শিক্ষা, জনসচেতনতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের কারণে শহরের কিছু উচ্চ শিক্ষিত ও উদার দৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মতামতের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

২) একক বিবাহভিত্তিক পরিবার

বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোর মূল ভিত্তি হলো একক বিবাহভিত্তিক পরিবার। তবে কিছু কিছু মুসলিম পরিবারে বহু-স্ত্রী বিবাহভিত্তিক পরিবার লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক শিক্ষার প্রসারে মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে এখন আর আগের তুলনায় বহু-স্ত্রী বিবাহভিত্তিক পরিবারের প্রচলন তেমন দেখা যায় না।

৩) পিতৃবাস ভিত্তিক পরিবার

বাংলাদেশের প্রায় সকল পরিবারই পিতৃবাসভিত্তিক। তবে এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের কিছু সমাজে পুরোপুরি মাতৃবাস প্রথা প্রচলিত। যেমন গারো সমাজ। তীব্র প্রতিযোগিতার এই সময়ে কর্মসংস্থানের জন্য, কখনো আবার সন্তানদের পড়ালেখার জন্য অনেকেই পৈত্রিক ভিটা ছেড়ে শহর এসে নয়াবাস গড়ে তোলে।

৪) অণু পরিবার

শিক্ষার প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন, জীবিকা নির্বাহের তাগিদ ইত্যাদি কারণে ইদানিং বাংলাদশের শহরাঞ্চলে প্রধানত অণুপরিবার লক্ষ্য করা যায়। তবে এটিই স্বতঃসিদ্ধ নয়, এর উল্টোটাও আছে। বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে এখন একক পরিবারের প্রাধান্য বেশি। এক সময় বাংলাদেশের গ্রামে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। অধিক জনসংখ্যার চাপ, সম্পদের অপ্রতুলতা, ঐতিহ্যবাহী কৃষিকাজ ছেড়ে অন্য পেশায় নির্ভরতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশের কারণে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা এখন আর আগের মতো নেই।

৫) সমতা ভিত্তিক পরিবার

বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোতে পিতা-মাতা/স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আত্মীয়-স্বজনদের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সম্পত্তিতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উত্তরাধিকার বজায় থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, জীবনমান নির্বাহে খরচ বৃদ্ধি, আয়ের স্বল্পতা এবং বসত ভিটায় জায়গার অভাব ইত্যাদি কারণে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙ্গে অণু পরিবারে রূপ লাভ করলেও বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর লোকজন বিশেষ করে

পিতা-মাতা বা স্বামী বা স্ত্রীর পক্ষের লোকজন এসে বসবাস করায় এখনো যৌথ পরিবার ব্যবস্থার প্রচলন লক্ষ করা যায়। কিন্তু শহর এলাকায় এটি মোটামুটি বিরল। জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষের কাজের ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় কারণে মানুষ আর আগের মতো পারিবারিক দায়-দায়িত্ব নিতে চায় না। ফলে ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার এবং একক পরিবার থেকে গঠিত হচ্ছে অণু পরিবার। মাতৃবাস ও পিতৃবাস পরিবার প্রথা ভেঙ্গে নয়াবাস ব্যবস্থাও ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তারপরও সার্বিক বিচারে বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও পারিবারিক সম্পর্ক শিল্পোন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি সুদৃঢ়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পিতৃবাস পরিবার ব্যবস্থা সম্পর্কে ০৫ টি বাক্য লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

আধুনিক শিক্ষার প্রসার, নারী শিক্ষার অগ্রগতি, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার, নগরায়ন, শিল্পায়ন, সেবাখাতে কর্মসংস্থান, বসবাসের স্থান ইত্যাদি বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোকে প্রভাবিত করছে। গঠন কাঠামোর দিক থেকে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে একক পরিবার এবং নগর সমাজে অণু পরিবারের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। বসবাসের দিক থেকে পিতৃবাস পরিবার এবং কর্তৃত্বের দিক থেকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বাংলাদেশের সমাজের ঐতিহ্য বলে পরিগণিত। তবে নগর সমাজে নয়াবাস পরিবার ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পিতৃবাস পরিবারের ক্ষেত্রে নব দম্পতি-

i. স্বামীর পিতার বাড়িতে বসবাস করে

ii. স্ত্রী পিতার বাড়িতে বসবাস করে

iii. স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পিতার বাড়িতে বসবাস করে

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। নয়বাস পদ্ধতি হলো-

i. সম্পূর্ণ নতুনভাবে নতুন বাসস্থানে বসবাস

ii. নানার বাড়িতে বসবাস

iii. দাদার বাড়িতে বসবাস

কোনটি সঠিক

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

পাঠ-৬.৩ সামাজিকীকরণের ধারণা ও এর বাহনসমূহ
Concept and Agents of Socialization

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিকীকরণ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সামাজিকীকরণের বাহনগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিকীকরণ, সামাজিকীকরণের বাহন।

সামাজিকীকরণের ধারণা

সমাজবিজ্ঞানে 'সামাজিকীকরণ' একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। একটি মানব শিশুকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সামাজিক জীব হয়ে উঠতে হয়। একটি শিশু জৈবিক সত্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সে আস্তে আস্তে সমাজের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন, মূল্যবোধ, দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি শেখার মাধ্যমে সামাজিক জীবে পরিণত হয়। সাধারণ কথায় সামাজিকীকরণ হলো এমন এক প্রক্রিয়া যা মানুষকে বিধিসম্মত আচরণকে শেখানোর মাধ্যমে পরিপূর্ণ সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তুলে। সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে 'সামাজিকীকরণ' এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে কয়েকজন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীর সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো-

ম্যাকাইভার এর মতে, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলে, যার ফলে তার নিজের এবং অপরের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে।

কিংগসলে ডেভিস মনে করেন, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানব শিশু পরিপূর্ণ সামাজিক জীবে পরিণত হয় সে প্রক্রিয়াটিই 'সামাজিকীকরণ' প্রক্রিয়া।

ল্যান্ডবার্গ বলেন, সামাজিকীকরণ মিথষ্ক্রিয়ার এমন একটি জটিল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন মানুষ অভ্যাস, দক্ষতা, বিশ্বাস, বিচার বুদ্ধি অর্জন করে, যা সামাজিক গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজন।

কিমবল ইয়ং এর মতে, সামাজিকীকরণ বলতে একজন ব্যক্তিকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতে অধিষ্ঠিত করাকে বোঝাবে যার মাধ্যমে সে সমাজ ও অন্যান্য গোষ্ঠীর সদস্য হয় এবং সে সমাজের মূল্যবোধ ও আদর্শ শেখে। সামাজিকীকরণ জৈবিক উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত নয়, বরং এটি একটি সুনির্দিষ্ট শিক্ষণীয় বিষয়।

আরনল্ড গ্রীন এর মতে, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি মানব শিশু নিজ সংস্কৃতির সাথে পরিচিতি লাভ করে এবং তার মধ্যে অহংবোধ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে তাকে সামাজিকীকরণ বলে।

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, যে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন মানুষ সামাজিক ভূমিকা পালনে যথাযথভাবে সক্ষম হয় তাকে সামাজিকীকরণ বলে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি তার সমাজ ও সম্প্রদায়ের মূল্যবোধ শেখে এবং যার ফলে তার ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। কোনো ব্যক্তির যথাযথ সামাজিকীকরণ না হলে সে অনেক অসামাজিক আচরণ করে এবং তার আচরণ সমাজ কর্তৃক সমালোচিত হয়। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রীকরণের ফলে মানুষের মধ্যে অহংবোধের বিকাশ ঘটে যার ফলে একজন মানুষের ভেতর সম্প্রদায়গত অনভূতির জন্ম হয়। সামাজিকীকরণ একজন মানুষকে সামাজিক জীবনে মিথষ্ক্রিয়া, একত্রে কাজ করার ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণের শক্তি অর্জন করতে সাহায্য করে।

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহ

কতক বাহনের সাহায্যে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কোনো ব্যক্তির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া তার জীবনব্যাপী অব্যহত থাকে। তাই সামাজিকীকরণকে একটি দীর্ঘ জীবনকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া বা 'Life long process' হিসেবে

অভিহিত করা হয়। আর এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাহন ব্যক্তির সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে। এর মধ্যে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খেলার সাথী, পড়ার সাথী, বিদ্যালয়, গণমাধ্যম ইত্যাদি সামাজিকীকরণের বাহন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক) পরিবার

পরিবারকে বলা হয় সামাজিকীকরণের সবচেয়ে কার্যকরী বাহন। কেননা পরিবারেই মাতা-পিতার মাধ্যমে শিশুর সামাজিকীকরণের হাতেখড়ি হয়। শুধু মাত-পিতা হিসেবেই তারা শিশুর ঘনিষ্ট নয়, তারা দৈহিক এবং জৈবিকভাবেও ঘনিষ্ট। শিশুর মুখের প্রথম বুলির সূত্রপাত হয় মাতা-পিতার মুখের বুলি শুনে। শিশুর মধ্যে সামাজিক আচার আচরণের শুরু হয় পরিবারে মাতা-পিতা এবং অন্যান্য গুরুজনদেরকে শ্রদ্ধা-ভক্তির মাধ্যমে। সামাজিক মূল্যবোধেরও সূচনা হয় পরিবার থেকে যার ফলে শিশুর মাঝে সহিষ্ণুতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, স্নেহ-ভালোবাসসহ বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন করে। পরিবারে সামাজিকীকরণের ঘাটতি দেখা দিলে শিশু-কিশোরদের মাঝে নানা রকম অসামাজিক আচরণের প্রভাব পড়ে।

খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সহপাঠী

পরিবারের পরে সামাজিকীকরণের যে বাহনটি কাজ করে সেটি হলো বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ে পড়ার সাথী। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পড়ানো এবং অন্যান্য পড়ার সাথীদের আচরণ শিশুরকে প্রভাবিত ও আকৃষ্ট করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সহপাঠীরা ভালো হলে শিশুর আচরণে ভালো দিকটি উঠে আসে। আধুনিক এবং নৈতিকতায় পরিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা শিশুর মাঝে ভালো গুণাবলির বিকাশ ঘটে। বিদ্যালয়ে পড়ার সাথীরা ভালো আচরণের অধিকারী হলে শিশুর আচরণ সুন্দর হয়। আর খারাপ আচরণের অধিকারী হলে শিশুরা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নানারকম অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়। বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃংখলা শিশুকে নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা দেয় এবং আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে। ব্যক্তির জীবনে শৃঙ্খলাবোধের সূচনাও হয় তার স্কুল জীবন থেকে। সেক্ষত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি গোটা জীবনের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

গ) খেলার সাথী এবং সমবয়সী বন্ধু-বান্ধব

খেলার সাথী এবং সমবয়সী বন্ধু-বান্ধব সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ বাহন। এদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে শিশুর মধ্যে পাস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা এবং ব্যক্তিত্বের উপলব্ধির বিকাশ ঘটে। খেলার সাথী এবং সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে এমন কিছু বিষয় শেখে যা তারা পরিবার কিংবা অন্য কারো কাছ থেকে পায় না। হাল-ফ্যাশন, কোনো বিষয় সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য, সহযোগিতার মানসিকতা শিশুরা তার খেলার সাথী এবং বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে শিখে থাকে। সামাজিক মনোবিজ্ঞানীগণ শিশুর সমাাজিকীকরণে সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এঁদের মধ্যে সমাজ-মনোবিজ্ঞানী মিড এবং পিঁয়াজে- এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সমবয়সীদের বন্ধু-বান্ধবকে Peer হিসেবে অভিহিত করেছেন।

ঘ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতি

ধর্ম সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ধর্মীয় রীতিনীতি সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতি মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনার মাধ্যমে অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে দূরে সরিয়ে সামাজিক দায়িত্বোধ, কর্তব্য ও মূল্যবোধ শিক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তোলে। এ প্রক্রিয়ায় শিশুরা নৈতিকতা শেখে। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের বিষয়গুলো রপ্ত করে নেয়।

ঙ) রাষ্ট্র

রাষ্ট্রকে সামাজিকীকরণের কর্তৃত্বমূলক বাহন হিসেবে অভিহিত করা হয় কেননা রাষ্ট্রের কিছু বাধ্যতামূলক পালনীয় আইন, বিধিবিধান, নিয়ম ইত্যাদি মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

চ) জ্ঞাতি সম্পর্কের লোকজন

জ্ঞাতি সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন দ্বারা শিশুরা অনেকটাই প্রভাবিত হয়। শিশুরা আত্মীয়দের সংস্পর্শে আচার-ব্যবহার, চালচলন, মূল্যবোধ ইত্যাদি শিক্ষা পায় যা তাদেরকে সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে উঠতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ছ) গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

বর্তমান যুগে সামাজিকীকরণের সবচেয়ে কার্যকরী বাহন হলো গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এসব মাধ্যমের সাহায্যে শিশুরা নানারকম বিষয়াদি শিখে থাকে। যেমন-রেডিও, টেলিভিশন ও চলচিত্রের বিভিন্ন চরিত্র শিশুদেরকে প্রভাবিত করে। হাল-ফ্যাশনের অনেক কিছুই শিশুরা এসব মাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখে শিখে থাকে। বর্তমান কিছু কিছু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, যেমন-ফেইসবুক, ইমেইল, টুইটার, ভাইবার, ইউটিউব, ওয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার ইত্যাদি শিশুদেরকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে। তবে এর একটা নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাহিকীকরণের বাহনগুলো চিহ্নিত করুন।	সময় ০৫ মিনিটি

সারসংক্ষেপ

সামাজিকীকরণ হলো একটি জীবন ব্যাপীপ্রক্রিয়া। সাধারণ কথায় সামাজিকীকরণ বলতে এমন এক প্রক্রিয়া যা মানুষকে বিধিসম্মত আচরণকে শেখানোর মাধ্যমে পরিপূর্ণ সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তুলে। আর এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাহন ব্যক্তির সামাজিকীকরণে কাজ করে থাকে। এর মধ্যে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খেলার সাথী, পড়ার সাথী, বিদ্যালয়, গণ মাধ্যম ইত্যাদি সামাজিকীকরণের বাহন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সামাজিকীকরণ কেমন প্রক্রিয়া-

i. স্বল্পকালীন

ii. দীর্ঘকালীন

iii. জীবনব্যাপী

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

২। Peer মানে কী?-

i. সমান

ii. জোড়া

iii. অসমান

কোনটি সঠিক

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

পাঠ-৬.৪ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবারের ভূমিকা
Role of Family in Socialization Process

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবারের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিকীকরণ, পরিবার।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবারের ভূমিকা

পরিবার হলো সামাজিকীকরণের সূতিকাগার। কেননা পরিবারেই একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে, এখানে সে বড় হয়ে উঠে, বৃদ্ধ হয় এবং শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। যেহেতু সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া আর মানুষ সারা জীবন পরিবারেই কাটায় সেহেতু ব্যক্তির সামাজিকীকরণে পরিবার সবসময়ই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও পরিবারের জ্ঞাতিসম্পর্কের লোকজন থেকে শুরু করে পরিবারের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য উপাদান সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবারে মাতা-পিতার প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা, তাদের আচরণের অনুকরণ এবং মূল্যবোধ, আদর্শ ও সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে

শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার মাতা-পিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি হতে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে। তবে শিশুর আচরণের উপর মাতা-পিতার আচরণের প্রভাব শুধু যে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সেটি নয়, বরং মাতা-পিতার জীবন-প্রণালী এবং তাদের সংস্কৃতিও শিশুর আচার আচরণকে প্রভাবিত করে। শিশুর আচরণের উপর তার পরিবারের সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক অবস্থা, মতামত, রীতিনীতি, আদর্শ, সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। তবে কখনো কখনো শিশুর প্রতি মাতা-পিতার খারাপ আচরণ শিশুদেরকে প্রভাবিত করে। ফলে শিশুরা জেদি, একগুয়ে এবং অসামাজিক আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। পরিবারের সদস্যদের মাঝে রাগ, ক্রোধ, উদ্বেগ, আগ্রাসী মনোভাব, ভয়, লজ্জা ইত্যাদি শিশুকে অসামাজিক কার্যক্রমে লিপ্ত করতে পারে। তবে শিশুদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ, সুন্দর বিষয়গুলোর স্মৃতিচারণে অংশগ্রহণ, অন্যান্য মানুষের সাথে মাতা-পিতার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শিশুর সামাজিকীকরণে সহায়তা করে।

ক) শিশুর শিক্ষা এবং সামাজিকীকরণে মাতা-পিতার ভূমিকা

প্রত্যেকটি পরিবারই সমাজের এক একটি অংশ। কিছু পরিবার মিলে সমাজে গঠিত হয়। আদর্শ পরিবারই একটি আদর্শ সমাজ উপহার দিতে পারে। পরিবারই শিশুর শিক্ষার সকল দায় দায়িত্ব পালন করে যা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পারিবারিক পরিমন্ডলে অর্থাৎ মাতা-পিতার কাছ থেকে ভালো শিক্ষা গ্রহণ এবং আচার আচরণ শেখার মাধ্যমেই শিশু বড় হয়ে সুনাগরিক হয় এবং নাগরিক অধিকার-কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হয়। শিশুর শিক্ষাদান এবং তাকে সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তোলা পরিবারের অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিশুর শিক্ষা এবং সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে মাতা-পিতাকে অবশ্যই স্নেহপ্রবণ, কঠোর, শান্ত ও স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হয়।

খ) শিশুর সামাজিকীকরণে মায়ের ভূমিকা

মা হলো শিশুর স্নেহ ভালোবাসার আধার। শিশুর সামাজিকীকরণে মা স্নেহ ভালোবাসার মাধ্যমেই শিশুর মাঝে মানবিক গুণাবলির উন্মেষ ঘটান। শিশুরা সাধারণত আবেগপ্রবণ ও স্নেহাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকে। তাই তাদেরকে দিয়ে ভালো কিছু করাতে হলে অবশ্যই তাকে আদরের পরিবেশে করাতে হবে। আর এ দায়িত্বটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মায়েরাই করে থাকেন।

গ) শিশুর শিক্ষা দীক্ষায় মা-বাবার ভূমিকা

শিশুর প্রথম শিক্ষক হচ্ছেন তার মা ও বাবা। কেননা মা-বাবার মুখ থেকেই শিশু কথা বলার বিষয়টি রপ্ত করে এবং আচরণ শেখে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে শিশুর আচরণ কেমন হবে, কাকে কী নামে সম্বোধন করতে হবে, প্রতিবেশির প্রতি শিশুর মনোভাব কী হবে এসব কিছুই শিশু তার মা-বাবা'র থেকে শিখে থাকে। এমনকি মা-বাবার সম্মান এবং অন্যান্যদের প্রতি তাদের আচরণ শিশুর ভবিষ্যৎ মন-মানসিকতার উপর প্রভাব ফেলে।

ঘ) সামাজিকীকরণে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভূমিকা

মাতা-পিতার বাইরে পরিবারের অন্যান্য সদস্য যেমন: দাদা-দাদি, নানা-নানি, ভাই-বোন, চাচা-মামা, খালা-ফুফু সবাই শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক শিল্পায়িত সমাজে স্বামী স্ত্রী উভয়েই জীবিকা নির্বাহের কাজে অথবা ক্যারিয়ারের কাজে ব্যস্ত থাকায় অনেক সময় শিশু তার দাদা-দাদি/নানা-নানি অথবা অবিবাহিত চাচা, মামা, খালা, ফুফু যারা এখনও কর্মসংস্থানে প্রবেশ করেননি তারা শিশুর দেখাশোনার দায়িত্ব নেন। এক্ষেত্রে মাতা-পিতার মতো তারাও শিশুকে সঠিক বিষয় শিক্ষাদানের মাধ্যমে যথাযথ সামাজিকীকরণে ভূমিকা পালন করে থাকেন।

পরিশেষে বলা যায়, শিশুর সামাজিকীকরণ কখনোই অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে করা অসম্ভব। তাই শিশুর/ব্যক্তির সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা বিষয়ে ৫টি বাক্য লিখুন। সময় ৫ মিনিট

সারসংক্ষেপ

পরিবারে মাতা-পিতার বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা, তাদের আচরণের অনুকরণ এবং মূল্যবোধ, আদর্শ ও সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। তবে শিশুর আচরণের উপর মাতা-পিতার আচরণের প্রভাব শুধু যে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সেটি নয়, বরং মাতা-পিতার জীবন-প্রণালী এবং তাদের আচরণও শিশুর আচার আচরণকে প্রভাবিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সামাজিকীকরণ সূতিকাগার নিচের কোনটি -

i. পরিবার

ii. বিবাহ

iii. রাষ্ট্র

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

২। কে শিশুর প্রথম শিক্ষক?-

i. চাচা

ii. ভাই

iii. মা

কোনটি সঠিক

(ক) i খ) ii

(গ) iii (ঘ) ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন প্রশ্নের উত্তর দিন।

আমিনের মা ছোটকাল থেকেই আমিনকে বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ শিক্ষা দিয়ে আসছেন। তার বাবাও এ ব্যাপারে আমিনকে শিখিয়েছেন যে, যেমন-আত্মীয়স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীর সাথে আচরণ, শিক্ষকের মর্যাদা, গুরুজনে শ্রদ্ধা। আমিন পড়ালেখাতেও ভালো। ক্লাশের সকলে আমিনকে পছন্দ করে।

(ক) পরিবার কী? ১
(খ) নয়াবাস বলতে কী বোঝেন? ২
(গ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধ যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভাঙ্গনের একটি কারণ-উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৩
(ঘ) উপরের উদ্দীপকের আলোকে পরিবারের শ্রেণিবিন্যাস আলোচনা কারুন। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন প্রশ্নের উত্তর দিন।

সিঁথির তার মায়ের সাথে গ্রামে থাকত। নবম শ্রেণিতে সে শহরের একটি স্কুলে ভর্তি হয়। শহরে এসে সে নতুন সহপাঠী, বন্ধু ও প্রতিবেশীদের সাথে পরিচতি হয়। সে তখন দেখল, আচার-আচরণ, মানুষের সাথে আন্তঃযোগাযোগ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়াসহ নানা বিষয়ে সে অনেক কিছু জানে না। প্রতিদিনই সে নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। অফিস থেকে ফিরে বাবাও তাকে নানা বিষয়ে নির্দেশনা দেন। টিভি দেখেও সে অনেক কিছু শিখতে পারে।

(ক) একটি শিশু পরিপূর্ণ সামাজিক মানুষ হয়ে ওঠে কিভাবে? ১
(খ) সামাজিকীকরণ বলতে কী বোঝ। ২
(গ) সামাজিকীকরণে বাহনগুলো কি কি? ৩
(ঘ) সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়নের (বহুনির্বাচনী প্রশ্ন) উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১ ঃ ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২ ঃ ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩ ঃ ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪ ঃ ১। ক ২। গ